শ্রী রামচন্দ্র মিশন

ভারত ভূমির

প্রতিধ্বনি

জুলাই 2008 | কেবলমাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত | চতুর্থ সংখ্যা

প্রিয় ভাই-বোনেরা

প্রণাম,

সুখবর। 'ভারতের **সংবাদপত্র**'-এর নতুন নামকরণ হল ভারতভূমির **প্রতিধ্বনি।** বিশ্বব্যাপী SRCM সংবাদপত্রের নামকরণের সমতা রাখার জন্যই এই পদক্ষেপ।

ছুটির দিনগুলোতে দেশের নানা প্রান্তের আশ্রমগুলো শিশু ও যুবকদের বিভিন্ন কর্মব্যস্ততায় একেবারে মেতে উঠেছিল। প্রতিটি অঞ্চলের কিছু সুনির্দিষ্ট আশ্রমে বাবুজীর জন্মোৎসব পালন করা হয়। সহজমার্গের ছত্রছায়ায় আপামর জনহৃদয়কে একসূত্রে গাঁথার গুরুদেবের যে প্রতিশ্রুতি, তা তিনি তাঁর ৫০ দিনের CIS সহ ইউরোপীয়ান দেশগুলির সফরের মাধ্যমে দৃঢ়মূল করে দিলেন। ঐ সব ঘটনার কিছু কিছু বিবরণ আমরা এবারের সংখ্যায় তুলে ধরবো, সেই সঙ্গে লখনৌতে গুরুদেবের জন্মোৎসবের প্রস্তুতির কিছু উল্লেখ থাকবে।

সেপ্টেম্বর সংখ্যার জন্য লেখা ১০ আগষ্ট এর মধ্যে পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে। মনে রাখবেন,১০০-১৫০ শব্দের লেখা ছবিসহ ZIC-র মাধ্যমে পাঠাতে হবে।

২০০৮ এপ্রিল ও মে মাসে গুরুদেবের সফর

দিল্লী

১৯ এপ্রিল গুরুদেব লখনৌ থেকে দিল্লী পৌঁছান। গুরগাঁও আঞ্চলিক আশ্রমের নবরূপায়নের কাজ গুরুদেবের সফরের আগে সুসম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল।

আশ্রম এখন নব কলেবরে সজ্জিত। ধ্যান কক্ষের সম্প্রসারণ, গুরুদেবের কুটির, রান্নাঘর, খাবার জায়গা, নতুন শৌচাগার, পাকা রাস্তা এবং ঘন সবুজ জমি দিয়ে ঘেরা সে এক রম্য পরিবেশ।

২০ এপ্রিল গুরুদেব কুটিরের দ্বার উদঘাটন করেন। কুটিরের সামনের সবুজ জমি দেখে তিনি খুব প্রীত হন এবং উদঘাটন উপলক্ষে দুটি চারাগাছ রোপন করেন।

সৎসঙ্গ-এর পর গুরুদেব অভ্যাসীদের সঙ্গে কথোপকথন, সদ্যজাত শিশুর নামকরণ, মিষ্টি বিতরণ, স্বেচ্ছাসেবকদের উপহার দেওয়া প্রভৃতি কাজকর্মে ব্যস্ত হয়ে যান। ভগিনী রঞ্জনার সুরেলা ভজন সেদিনের এক উল্লেখযোগ্য পরিবেশনা।

দুবাই

বিদেশ যাত্রার ক্ষেত্রে গুরুদেব স্বল্প সময়ের বিমান যাত্রা পছন্দ করেন। তাই দুবাই হয়ে অন্যত্র যাওয়া তাঁর পক্ষে সুবিধাজনক।

২২ এপ্রিল, গুরুদেব ভ্রাতৃপ্রতিম অজয় ভট্টর ও ২৫ জন ভারতের অভ্যাসী সহ দিল্লী থেকে সকাশে দুবাই রওনা হন। সেখানে তিনি এক অভ্যাসীর ঘরে অবস্থান করেন এবং নীচতলায় সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন।তিনি স্বল্প সময়ের জন্য আবুধাবি কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। ২৫ এপ্রিল UAE থেকে আসা ৩৫০ জন অভ্যাসী দুবাইয়ের ইরানিয়ান ক্লাবে সমবেত হন, সেখানে গুরুদেব সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। তিনি প্রশিক্ষকের কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন, যা তিনি দীর্ঘ একঘণ্টার সিটিং এর সময় অবলোকন করেন।

তাঁর আলোকস্নাত CIS অভ্যাসীরা

প্রায় একদশক পর গুরুদেবের রাশিয়া ও বেলারস্ সফর CIS (প্রাক্তন USSRও রুশভাষা সম্বলিত দেশ) অভ্যাসীদের হৃদয়কে যারপরনাই অভিভূত করে। মস্কোতে পেনসিয়োনেট ক্লিজমাতে তিনি বাবুজী মহারাজের জন্মদিন উদযাপন করেন। সমবেত ৪৫০ জন অভ্যাসীর আধ্যাত্মিক প্রয়োজন চরিতার্থ করতে পেরে তিনি খুব খুশী। অতিমাত্রায় ভ্রমন ও নিয়মিত দৈনন্দিন কাজের চাপে তাঁর শারীরিক সমস্যা থাকলেও তিনি ছিলেন উৎফুল্ল এবং অভ্যাসীদের সঙ্গে সহজমার্গের শিক্ষা ও পদ্ধতি বিষয়ে নিরন্তর আলোচনা (প্রায়ই সাবলীল রুশভাষায়) চালিয়ে গিয়েছেন। মস্কোতে আশ্রম ও ধ্যান কক্ষ গড়ে তোলার জন্য তিনি অগ্রণী হন এবং এর বাস্তব রূপদানের জন্য নিজে অর্থ সংগ্রহ করেন।

মস্কোতে একসপ্তাহ কাটিয়ে গুরুদেব পরবর্তী পাঁচ দিন মিনস্ক ও বেলরাসে ২৫০ জন অভ্যাসীর স্নেহ বিগলিত সান্নিধ্যে অতিবাহিত করেন। তিনি 'যোগ কেন্দ্রের' ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ভ্রাতৃপ্রতিম ইডার্ অনিশ্চেনকো এর নির্মান সম্পন্ন করবেন, এবং মিশনের সৎসঙ্গ ও মিনস্ক কেন্দ্রের অন্যান্য কাজকর্মের জন্য তা ব্যবহার করা হবে।

শারীরিক গোলোযোগের জন্য গুরুদেব মস্কোর অভ্যাসীদের বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করতে না পারলেও, স্নিগ্ধ সূর্যকিরণ স্নাত মিনস্ক আশ্রম চত্বরে বেলরাস অভ্যাসীদের নাচ-গান সে অভাব পূরণ করে দেয়। সত্যি কথা বলতে কি, এই স্নিগ্ধ সূর্যকিরণ সম্পৃক্ত আবহাওয়ায় মনে হচ্ছিল যেন প্রকৃতি স্বয়ং রুশ ভাষা সম্বলিত দেশগুলিতে গুরুদেবের পরিদর্শন আনন্দমুখর করে তুলতে অবতীর্ণ।

ভারত ভূমির
প্রতিধ্বনি
জুলাই 2008 কেবলমাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত চতুর্থ সংখ্যা

ইউরোপীয়ান দেশগুলিতে

ল্যাটিভিয়া, যা কিনা ব্যালটিক দেশগুলির অন্যতম এক দেশ। আগে এ ছিল সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রের অধীনে, কিন্তু এখন ইউরোপীয়ান গোষ্ঠিভুক্ত। 'রিগা'-র রাজধানী যা সমুদ্রতীরবর্তী রিসর্ট হিসেবে খ্যাত, সেখানে আমাদের এক কেন্দ্র আছে। প্রায় ৪০ জন অভ্যাসী ও সুন্দর ধ্যানকক্ষও রয়েছে। ৬ মে, গুরুদেব মিনস্ক, (বেলরস) থেকে সকাশে দুদিনের সংক্ষিপ্ত সফরে রিগা পৌঁছান। তিনি সমুদ্রের কাছে এক হোটেলে অবস্থান করেন এবং তাঁর শোবার ঘরে দুটো সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন।

গুরুদেব কোমর ও পায়ের ব্যথায় খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন। তা সত্বেও তিনি তাঁর ইউরোপ সফর চালু রাখতে বদ্ধ পরিকর। তাঁর যুক্তি ছিল, — একজন মানুষের জন্য সকলে কষ্ট পাবে কেন?

তাঁর স্বাস্থ্যের পরিপ্রেক্ষিতে সফরসূচী কতক পরিবর্তন করতে হয়। তিনি সোজা ডেনমার্কের ভ্রদ্স স্যান্দে আশ্রমে তিন সপ্তাহ অতিবাহিত করেন। এখানে খুব অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর শারীরিক উন্নতি ঘটে এবং ইউরোপীয় অভ্যাসীরা একের পর এক দলে ভাগ হয়ে প্রায় ১২০০ অভ্যাসী তাঁর সঙ্গসুধা লাভের জন্য আসেন। ভ্রাদস্ যেন তাঁর অন্য আর এক গৃহ। প্রায়ই তিনি আশেপাশের জায়গায় হেঁটে চলে যেতেন। কখনো আশ্রমে, কখনো রান্নাঘরে, খাবার ঘরে আবার কখনো ধ্যান কক্ষেও হেঁটে চলে যেতেন। অনেক সময় তিনি অভ্যাসীদের সঙ্গে বাইরে বসে কাটাতেন। যখনই তিনি কুটিরের পেছনের উঁচু জায়গা থেকে সিটিং দিতেন, তখনই অভ্যাসীরা তরঙ্গায়িত বিস্তির্ণ জমির উপর বসে পড়তেন।

গুরুদেব ভ্রাদস্ স্যান্দেকে আন্তর্জাতিক আশ্রম হিসেবে ঘোষণা করেন। এই প্রসঙ্গে এক ছোট্ট ভাষণ তিনি রেকর্ড করেন এবং সব জায়গা থেকে তরুণদের ভ্রাদসে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানান।

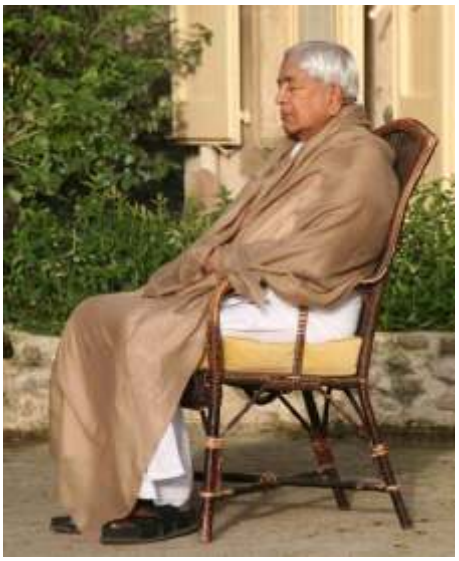

গুরুদেব ৭০ জন অভ্যাসী সহ ভ্রাদস্ থেকে ৬০০ কি: মি: সড়কযোগে প্যারিসে পৌঁছান। চারটি দেশ অতিক্রম করে ২৬মে সকালে তিনি প্যারিসের মাটিতে পদার্পণ করেন। তিনি সেখানে হোটেলে অবস্থান করেন এবং ২৮ মে প্যারিস আশ্রমে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। সেখানে প্রায় ২০০ জন অভ্যাসী উপস্থিত ছিলেন।

এরপর পাঁচদিন গুরুদেব ক্যালেটে এক অভ্যাসীর পাহাড় সংলগ্ন বাড়িতে থাকেন এবং সেখানে বিশ্রাম নিয়ে কতক সুস্থ বোধ করেন। এরপর তিনি মাটপেলার আশ্রম পরিদর্শন করেন এবং সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। সেখানে প্রায় ১৫০ জন অভ্যাসী উপস্থিত ছিলেন।

৫ জুন গুরুদেব আল্পস পর্বত পার হয়ে মিলানে (ইতালী) পৌঁছান। যাত্রাপথে তাঁকে ১৩ কিমি সুরঙ্গ সড়ক অতিক্রম করতে হয়। মাঝপথে মিশনের আস্টা কেন্দ্রে কিছু সময় কাটান এবং সেখানে ইতালীয় ভোজন উপভোগ করেন। পরদিন, গুরুদেব মিলানে নবনির্মিত ধ্যান কক্ষের উদঘাটন করেন এবং দুদিন সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন।

৮ জুন ২০০৮, গুরুদেব তাঁর CIS এবং ইউরোপের ঐতিহাসিক সফর শেষ করে দুবাই প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১৫ জুন ভারতে ফিরে আসেন।

ভারত ভূমির
এস. আর. সি. এম. **প্রতিধ্বনি** মুখ্য কার্যালয়
জুলাই 2008 কেবলমাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত চতুর্থ সংখ্যা

SMSF রিট্রিট কেন্দ্র, মালামপুঝা

কেরলের এই কেন্দ্রটি ১৪ এপ্রিল ২০০৮ থেকে চালু হয়। এ হল মিশনের প্রথম রিট্রিট কেন্দ্র। দ্বিতীয়টি পুণায় অবস্থিত, যা ইতিমধ্যে চালু হয়ে গিয়েছে।

এই কেন্দ্রে ৪৮ জন অভ্যাসীর থাকার ব্যবস্থা আছে। আবাসন গৃহ মহিলা ও পুরুষদের জন্য দুইভাগে বিভক্ত। যতদূর সম্ভব বয়স্কদের নীচতলায় থাকার ব্যবস্থা করা হয়। খাট, বিছানা, চাদর প্রভৃতি থাকার জন্য দেওয়া হয়। এখানে বিনাখরচে থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। তবে যে কেউ ন্যুনতম ৩ দিন ও খুব বেশী হলে ৩০ দিন থাকতে পারে। স্ত্রী-পুরুষদের থাকার পৃথক ব্যবস্থা রয়েছে। শিশুদের থাকার অনুমতি দেওয়া হয় না।

কাভাতে চেম্বানা বাস স্টপের কাছে এই কেন্দ্রটি অবস্থিত। মালামপুঝা বাস স্ট্যান্ড থেকে এর দূরত্ব ৬ কিমি। আর পালাক্কাড রেলস্টেশন থেকে এর দূরত্ব ১৫ কিমি, পালাক্কাড শহর থেকে ২০ কিমি, কোয়েম্বটুর বিমানবন্দর থেকে ৫৫ কিলোমিটার। পালাক্কাড থেকে মালামপুঝা নিয়মিত বাস চলাচল করে। মালামপুঝা থেকে বাস, ট্যাক্সি, অটোরিকশাতে কেন্দ্রে পৌঁছানোর সুবিধা রয়েছে। মালামপুঝা থেকে কাভা বাস যোগাযোগ থাকলেও তা নিয়মিত নয়। বাসে যেতে হলে চেম্বানা স্টপে নেমে হাঁটা পথে কেন্দ্রে পৌঁছাতে পারেন।

চেম্বানা বাস স্টপেজে এর নামাঙ্কিত বোর্ড পথ নির্দেশিকার জন্য দেওয়া আছে। স্থান সুচিহ্নিত করার জন্য সেখানে একটা বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমারও চোখে পড়বে।

রিট্রিটে যেতে হলে যোগাযোগ করুন ঃ
http://sahajmarg.org/welcome/retreat/index.html

'Our Master' বইটি মস্কোতে প্রকাশিত হল

৩০ এপ্রিল ২০০৮-এ পুজ্য গুরুদেব 'Our Master' বইটি মস্কোতে প্রকাশ করেন। গুরুদেবের সঙ্গে সফররত অভ্যাসীদের স্মরণীয় অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির সুধারসে বইটি সমৃদ্ধ।

লখনৌ

১৬ এপ্রিল গুরুদেব লখনৌ পরিদর্শনে আসেন এবং এক উৎসবমুখরিত পরিবেশে নবনির্মিত কুটিরের উদ্ঘাটন করেন। দুই একর জমির উপর গড়ে ওঠা কুটিরটি ঘন সবুজে ঘেরা। বিভিন্ন শহর থেকে প্রায় ৪০০০ প্রতিনিধি এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

এগিয়ে এল জুলাই উৎসব

সুধী পাঠকদের আরও একবার মনে করিয়ে দিতে চাই যে, আগামী ২৩, ২৪ ও ২৫ জুলাই -২০০৮ এ ইউ-পি-র লখনৌতে পূজ্য গুরুদেবের ৮১ তম জন্মদিন পালনের প্রস্তুতি জোর কদমে এগিয়ে চলেছে। সারা দেশ থেকে প্রায় ২৫০০০ অভ্যাসী এ পর্যন্ত নাম নথিভুক্ত করেছে। এই সংখ্যা ৩৫০০০ পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়াবে বলে আশা করা হচ্ছে।

লখনৌ আশ্রম সীতাপুর বাইপাশের উপর ইন্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব ম্যানেজমেণ্টের কাছে প্রায় ১০০ একর জমির উপর অবস্থিত। লখনৌ রেলষ্টেশন থেকে ২৫ কিমি। অভ্যাসীদের আসা যাওয়ার সুবন্দোবস্ত আছে।

এখানে জুলাই মাসে খুব গরম ও তাপমাত্রার প্রকোপ অত্যাধিক। তাই ছাতা এবং রেইন-কোট সঙ্গে রাখা শ্রেয়। ১,৫০,০০০ বর্গ ফুটের ধ্যান কক্ষ, ১,০০,০০০ বর্গফুটের রান্নাঘর ও খাবার ঘর জলনিরোধক তাঁবু দিয়ে সুরক্ষিত থাকবে। স্বাস্থ্যকেন্দ্র, অ্যাম্বুলেন্স, ব্যাঙ্ক, ইণ্টারনেটের মত গুরুত্বপূর্ণ পরিসেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও বৃহৎ ক্যাণ্টিন, শিশুদের খেলার জায়গা, বইয়ের ষ্টল ও রেজিষ্ট্রেশন কাউণ্টার রয়েছে।

অভ্যাসীদের বিনা খরচে সাধারণভাবে থাকার ব্যবস্থা আছে। আলাদা বেডিং এর যদিও বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়েছে তবে তা সীমিত সংখ্যক। যে আগে আসবে সে আগে পাবে। এছাড়া বেডিং ভাড়া দেওয়ারও ব্যবস্থা থাকবে। কমর্ফোট ডরমিটরিতে বিছানা, গদি, বালিশ, চাদর ও মশারীর ব্যবস্থা থাকবে।

যেসব অভ্যাসীরা সেখানে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হবে তাদের পরিবার বিবাহ-উৎসব পালন করতে চাইলে প্রাতঃরাশ, ও রাতের ভোজনের পৃথক ব্যবস্থা করা হবে।

উৎসবের আগে ও পরে অনেক স্বেচ্ছাসেবক প্রয়োজন হবে। প্রায় ৩০০০ শিশু সমবেত হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে তাই তাদের দেখাশোনার জন্য অভিজ্ঞ স্বেচ্ছাসেবীর প্রয়োজন। সবকেন্দ্রগুলোকে আমাদের অনুরোধ যে, এই কাজে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক স্বেচ্ছাসেবীদের নাম সত্বর পাঠাতে। নাম পাঠানোর ঠিকানা ঃ mehrotrashyamji @ yahoo. com

উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য আপনাদের সকলের সহযোগিতা কামনা করি। আমাদের সকলের হার্দ্যিক প্রচেষ্টা এই উৎসবকে স্মরণীয় করে তুলুক।

ভারত ভূমির
এস. আর. সি. এম. **প্রতিধ্বনি** অঞ্চল পরিক্রমা
জুলাই 2008 কেবলমাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত চতুর্থ সংখ্যা

বাবুজীর ১০৯তম জন্মশতবর্ষ উদযাপন

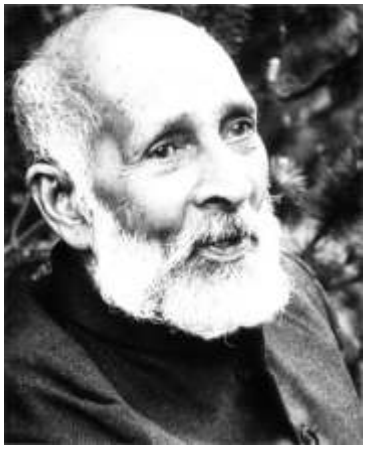

মাইশোর

৩০ এপ্রিল মাইশোর আঞ্চলিক আশ্রম একেবারে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। মাইশোর, হাসান, বসুর, হানুর, চিকমাগালুর, কোল্লেগাল, ব্যাঙ্গালোর, পেরিপাটনা, কুশালনগর, টি নরসিপুরা এবং চামরাজনগর কেন্দ্রগুলি থেকে ৪৫০ জন অভ্যাসী পুজনীয় বাবুজী মহারাজের জন্মশতবার্ষিকী

উদযাপন করার জন্য সমবেত হন। দুটো সৎসঙ্গ এর পাশাপাশি অভ্যাসীরা পুরো দিন যথার্থভাবে কাজে লাগান। বাবুজীর জীবন ও শিক্ষার উপর ভিডিও দেখানো হয়। ভগিনী কল্পনা বাবুজী মহারাজের ছবি দিয়ে এক সুন্দর তথ্য পরিবেশন করেন। একই বিষয়ের উপর হুসুরের অভ্যাসীরা এক কুইজ পরিচালনা করেন। এরপর বাচ্চাদের গান, ছোট নাটিকা, প্রার্থনা ও বক্তৃতা পরিবেশিত হয়। গুরুদেবের পদ্ধতি বিষয়ে বাচ্চাদের ভাষণ অতি উচ্চমানের ও হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল।

বলাবাহুল্য যে পরিবেশ গুরুদেবের সুক্ষ্ম উপস্থিতিতে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল এবং সমবেত সকলে আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে যারপরনাই উপকৃত হন।

উত্তর-খণ্ড

এই হিমালয় ঘেরা পাহাড়ি উপত্যকায় বাবুজীর নাম আরও একবার ধ্বনিত হল তাঁর জন্মশতবর্ষ উদযাপনের মধ্য দিয়ে। সৎকোলে, মিশনের হিমালয় আশ্রমে আশেপাশের কেন্দ্র থেকে আসা ১৪০ জন অভ্যাসী সমবেত হয়ে প্রবল ভক্তি ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে উৎসবে সামিল হন। রাজধানী দেরাদুনেও সৎসঙ্গ, ভজন, ভিডিও দেখানো, এবং বাবুজী মহারাজের শিক্ষা জীবনের উপর ভাষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া, রুব্‌কি, পিথোরগড়, হলদোয়ানী, কাশীপুরেও প্রবল উৎসাহের মাধ্যমে এই উৎসব উদ্‌যাপিত ওয়।

কোলাপুর

কোলাপুর, মিবাড়া, সাতারা এবং পুনেতেও উৎসাহী অভ্যাসীদের সমাগম ঘটে। বেলগম, গুলবার্গ এবং গোন্ডিয়া থেকেও কিছু কিছু অভ্যাসী উৎসব উপলক্ষে একত্র হন। সেদিনের দুটো সৎসঙ্গ ছাড়াও সারাদিন বাবুজীর জীবন ও শিক্ষার উপর নানা আলোচনা ও বক্তব্য রাখা হয়।
ভগিনী নূরী এবং ভ্রাতৃপ্রতিম গোপাল লালাজীর তত্বাবধানে তাঁর ভৌতিক জীবন ও আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশের উল্লেখ করেন। ভগিনী লতা পাতিল বাবুজী ও তাঁর প্রধান শিষ্য অর্থাৎ আমাদের গুরুদেবের মধ্যে সম্পর্কের উপর সুন্দর আলোকপাত করেন। ভ্রাঃ এ.এন কুলকার্ণি, ভগিনী অরুন্ধতি কালে এবং ভ্রাঃ সুধাকর যোশী বাবুজী সম্পর্কে তাঁদের স্পর্শকাতর অভিজ্ঞতার উল্লেখ করেন।

ভগিনী স্নেহা রাজুরিকরের ভজন পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। সব কেন্দ্রের অভ্যাসীদের অবিশ্রান্ত পরিশ্রম উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্যই নিয়োজিত ছিল।

ভাদোদ্‌রা

প্রায় ১৩০০ অভ্যাসীর উপস্থিতিতে গুজরাটের ভাদোদ্‌রা কেন্দ্রে এই উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। মৃদু-মন্দ বারিধারা প্রকৃতির প্রেমসিক্ত করুণা বর্ষণের ছাপ রেখে গেল। সৎসঙ্গ এর ধ্যান আমাদের অতল গভীরে নিয়ে গিয়ে হৃদয়কে কোমল করে দেয় আর "Master's choice" -এর সুরেলা সংগীতে তা একেবারে বিগলিত হয়ে ওঠে। পূজনীয় গুরুদেবের গোয়ায় সম্প্রতি প্রদত্ত ভাষণ ইংরাজী ও গুজরাটিতে পাঠ করে শোনানো হল।

দ্ভাতৃপ্রতিম সুরেশ গুরুদেবের সঙ্গে স্থায়ী আত্মিক সংযোগ গড়ে তোলার উপর জোর দেন, এমনকি ধ্যান-বিহীন মুহূর্ত গুলিতেও তাঁর উপস্থিতির এই অনুভূতি যেন অটুট থাকে। আধ্যাত্মিকতাকে অগ্রাধিকার দেবার জন্য তিনি সকলকে অনুপ্রাণিত করেন। একজনের আধ্যাত্মিক প্রগতির ক্ষেত্রে এই মানসিকতা খুবই জরুরী। 'স্বেচ্ছাসেবকতা প্রগতির এক আদর্শ পদক্ষেপ'—এই বিষয়ের উপর ভ্রাতৃপ্রতিম রাজেন্দ্র রাথোড় আলোকপাত করেন, যা অনেক অভ্যাসীকে আগামী ২৪ জুলাই উৎসবে স্বেচ্ছাসেবী হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করে।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর অভ্যাসীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য ধ্যান কক্ষে সমবেত হন। আনন্দ, আঙ্কেলেশ্বর, বারুচ, ভাবনগর এবং ভাদোদ্রা কেন্দ্রের অভ্যাসীরা এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে অভ্যাসী ও তাদের বাচ্চারা নাচ, গান, ছোট নাটিকা পরিবেশন করেন।

চা-বিরতির পর ভগিনী সুমন দাভে, ভ্রাঃ ভরত তাম্না, এবং ভ্রাঃ সোলভাই 'সহজ মার্গের প্রগতিতে নারীর ভূমিকা', 'নিয়মিত সাধনা' এবং 'সহজ মার্গে যুবকদের ভূমিকা'-র উপর বক্তব্য রাখেন। এই প্রসঙ্গে বাবুজী মহারাজের ইউরোপ ভ্রমনের উপর এক ভিডিও দেখানো হয়।

ভারত ভূমির
এস. আর. সি. এম. **প্রতিধ্বনি** অঞ্চল পরিক্রমা
জুলাই 2008 কেবলমাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত চতুর্থ সংখ্যা

মুক্ত আলোচনা চক্র

ম্যাঙ্গালোর

ম্যাঙ্গালোরের চেতস স্কুলে ৩ এপ্রিল ২০০৮ এ এক মুক্ত আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। মূলতঃ ছাত্রদের আভিভাবকদের জন্যই এর আয়োজন। স্কুলের এক অন্যতম ট্রাস্টি ঃ সবিতার পরম উৎসাহ ও CIC ভগিনী গীতা আচার্য্যর সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠান করা সম্ভবপর হয়।

মিশনের প্রশিক্ষক ও পিনানগাডির কাছে এক কলেজের অধ্যাপিকা ভগিনী বসন্তকুমারী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। এরপর কিছু প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা চলে। আলোচনার বিষয় ছিল— শিশু ও লোকেদের বুঝতে শেখা, তাদের সবরকম শক্তি ও দুর্বলতাকে গ্রহণ করে প্রেমের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ধৈর্য্য ও সহনশীলতার প্রয়োজনকে সুদৃঢ় করা।

আধ্যাত্মিকতা কিভাবে একজনের জীবনে প্রকৃত মানসিকতা গড়ে তুলতে সহায়তা করে সে বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয়। উপস্থিত অভিভাবকদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়।

কারকালা

১৮ মে ২০০৮ এ, কারকালায় আনেকেরেতে ভ্রাতৃপ্রতিম রামানন্দ ভাটের বাড়িতে এক মুক্ত আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। প্রায় ২০ জন অতিথি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ম্যাঙ্গালোরের ভগিনী পুষ্পা তাঁর ভাষণে সহজমার্গ পদ্ধতি ও কিভাবে তা একজনের জীবনে ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে সে বিষয়ে আলোকপাত করেন। ভক্তিগীত, বেদ, ভগবদগীতা, বৌদ্ধধর্ম থেকে কিছু উল্লেখযোগ্য উদাহরণ দিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

উদুপী

'উন্নত মানের জীবনের জন্য ধ্যান'- বিষয়ে প্রায় ১০০ জন রোবোসফট্ কর্মীর মধ্যে তাদের রোবোসফট্ কনফারেন্স হলে এক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। ভ্রাঃ রামানন্দ সহজমার্গের পরিচয় করিয়ে দেন এবং উন্নতমানের জীবনের জন্য সহজমার্গ কি দিতে পারে সে বিষয়ে তুলে ধরার জন্য তিনি ভ্রাঃ মোহনকে স্বাগত জানান। ভ্রাঃ মোহন ধ্যানের উপর আলোকপাত করেন, ধ্যানের ইতিহাস,ধ্যানের প্রয়োজন, মানবের ক্রমবিকাশ ও সহজমার্গের নবরূপায়িত রাজযোগের উপর ভ্রাঃ মোহন বিশদ ব্যাখ্যা করেন।

সেখানে ৪৪ জন আগ্রহী ব্যক্তি ধ্যান শুরু করেতে ইচ্ছুক হন এবং সেই অনুযায়ী তাদের ব্যবস্থা করা হয়।

এগিয়ে চলার উদ্যমে .....

দাভানাগিরি কেন্দ্র, কর্ণাটক

২৪ জানুয়ারী ২০০৮-এ পূজ্য গুরুদেবের অনুমতি ও আশীর্বাদ ধন্য দাভানাগিরি কেন্দ্র দোদ্দাবাথি গ্রামের কাছে দুই একর কৃষি জমি কিনেছে। দাভানাগিরি এবং হারিহর শহর থেকে ৮ কিমি দূরে অবস্থিত এই জমি। এই দুই কেন্দ্রের জন্য একটাই আশ্রম এখানে গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া আরও দুই একর জমি অভ্যাসীদের আবাসনের জন্য কেনা হয়েছে।

নীচের ছবিটি নিকটবর্তী উঁচু টিলা থেকে তোলা হয়েছে। লাল দাগ দেওয়া ১নং অংশ মিশনের জন্য এবং ২নং অংশ অভ্যাসীদের কলোনীর জন্য।

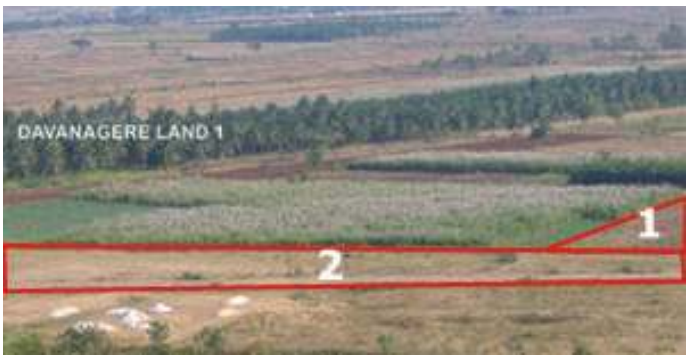

মহারাষ্ট্রের সোলাপুর আশ্রমের এক চিত্র

৬ জুলাই ২০০৩-এ তাঁর ভাষণে বাবুজী মহারাজের কথা উদ্ধৃত করে বলেন, "আগামী দশকে আশ্রমের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। আমরা এই সম্ভাবনা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তাই ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।"

এই পদক্ষেপকে আরও একধাপ এগিয়ে দিল সোলাপুরের অভ্যাসীরা। ২৯ মে তাঁরা দেড় একর জমি কিনে মিশনকে দান করে দেন যাতে পরবর্তীকালে আশ্রম গড়ে উঠতে পারে। এই জমি সোলাপুর থেকে ৫ কিমি দূরে আক্কালকোট রোডের উপর অবস্থিত।

ভ্রাঃ এ. পি. দুরাই, মিশনের যুগ্ম সম্পাদক এবং ভ্রাঃ এস বৈদ্য ZIC জমির নথিবদ্ধ করার সময় এবং সেই অবসরে সারাদিন ব্যাপী অভ্যাসীদের আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সোলাপুর, বারশি, ওসমানাবাদ, লাটুর এবং অসা কেন্দ্র থেকে ১২০ জন অভ্যাসী সেখানে সমবেত হন। সোলাপুরের প্রথম প্রশিক্ষক অনুসূয়া রামাচন্দ্রন সেদিনের অনুষ্ঠানের এক বিশেষ আকর্ষণ ছিলেন।

ভারত ভূমির
এস. আর. সি. এম. **প্রতিধ্বনি** অঞ্চল পরিক্রমা
জুলাই 2008 কেবলমাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত চতুর্থ সংখ্যা

গ্রীষ্মকালীন শিবির

বাঙ্গালুরু

২৪ মে ২০০৮। ৩ বছর থেকে ১৮ বছর বয়সের ৪০ জন শিশু বনশংকরী আশ্রমে গ্রীষ্মকালীন শিবিরে যোগদান করেন। অভিভাবক ও স্বেচ্ছাসেবকদের হার্দ্যিক সহায়তায় এই শিবির পরিচালনা করা সম্ভব হয়। পরিচিতি দিয়ে দিনের কার্যসূচী শুরু । যোগের মাধ্যমে সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। বাচ্চাদের বয়স অনুপাতে ২০ জন করে দুটি দলে ভাগ করা হয়। নানা ধরণের বুদ্ধিমত্তা জনিত খেলা, ৯×৯ বর্গের কমিউনিকেশন খেলা, প্লাস্টার অব প্যারিসের হাতে গড়া শিল্প— যার উপর বাচ্চাদের রং দিয়ে আঁকিবুকি করা, কিছু কাঁচামালের মাধ্যমে স্বকীয়তা প্রদর্শন, গান, ক্রিকেট, ও লাগাতার খেলাধূলার মাধ্যমে ভরা সারাটা দিন অতিবাহিত করে। VBSE দল অখণ্ড আদর্শের ভিত্তিতে এক মূল্যবোধ তুলে ধরে। খাবারের মেনুর উপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। দুপুরের এনার্জি-বর্ধক পানীয়, আইসক্রীম, বিকেলের ফ্রুট স্যালাড, - সব মিলিয়ে সকলে এক আনন্দময় দিন উপভোগ করে।

থিরুভান্নাথাপুরম

২০ এপ্রিল ২০০৮। কেরলের থিরুবান্নাথাপুরম কেন্দ্র অভিভাবক সহ শিশুদের সারাদিনের অনুষ্ঠানের জন্য আমন্ত্রণ করে। আমাদের স্বেচ্ছাসেবীরা ঘরে ঘরে গিয়ে আমন্ত্রণ জানায়। তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে ৫২ জন (যার মধ্যে ১২ জন অভ্যাসীদের পরিবারের) অতি উৎসাহ সহকারে গল্পবলা, আঁকা, খেলাধূলা প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করে। সঞ্চিত ধনের উপযোগিতার উপর অভ্যাসীদের বাচ্চারা এক সুন্দর নাটক পরিবেশন করে।

খুব সুস্বাদু খাবারের আয়োজন করা হয়। শিশুদের ব্যস্ততার অবসরে অভিভাবদের আধ্যাত্মিকতা ও সহজমার্গ ধ্যানের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। দিনের শেষে অনেকে সাধনা শুরু করার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

আমেদাবাদ

অভ্যাসীর বাচ্চাদের গ্রীষ্মকালীন শিবির আমেদাবাদ কেন্দ্রের এখন এক নিয়মিত বৈশিষ্ট্য। ২৬ মে থেকে ২৯ মে পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এবারের চতুর্থতম শিবিরে ৩৪ জন শিশু যোগদান করে। এবারের শিবিরের লক্ষ্য ছিল এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করা যাতে নতুন বন্ধুদের কাছে নিজেদের জগৎ উন্মোচন করার পাশাপাশি শিশুরা তাদের সৃষ্টিধর্মী সত্তাকে প্রস্ফুটিত করতে পারে। সৃষ্টিধর্মী গল্পলেখা, গুপ্তধনের সন্ধান, হস্তশিল্প, পট-আঁকা, কুইজ প্রভৃতি ছিল সেদিনের কার্যসূচীর অঙ্গ। ইস্কন মন্দিরে পরিক্রমার সময় সেখানে শ্রীকৃষ্ণের জীবনের উপর অঙ্কন শিল্প শিশুদের মুগ্ধ করে। এছাড়া সুন্দরবনের প্রাকৃতিক পরিবেশে সাপদের জীবন ও স্বভাবের উপর সচক্ষে জ্ঞান আহরণের দুর্লভ সুযোগ তাদের আকর্ষণ করে। শেষের দিন, বাসনপত্র নিজে হাতে পরিষ্কার করার সময় তারা কিভাবে খাবার ও জল সংরক্ষণ করতে হয় সে বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পায়। প্রাকৃতিক পরিবেশ গড়ে তোলা ও সৃষ্টিধর্মী কাজের দক্ষতা অর্জন করা এই গ্রীষ্মকালীন শিবিরের প্রধান অবদান।

নানজানগাড

নানজানগাড মাইশোরের কাছে এক ছোট শহর। এখানকার গ্রীষ্মকালীন শিবির তৃতীয় বছরে পদার্পণ করলো। স্কুলের বাচ্চাদের জন্য একমাস ব্যাপী শিবির মিশনের স্বেচ্ছাসেবীদের দ্বারা ১৩ এপ্রিল থেকে শুরু হয়। প্রত্যেকদিন সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত নীলকান্তেশ্বর এডুকেশনাল সোসাইটির স্কুলে শিবির চালু থাকে।

মিশনের প্রার্থনার মাধ্যমে সকালের অধিবেশন শুরু হয়। এরপর বাচ্চারা আঁকা, হস্তশিল্প, গান-বাজনা, কুইজ ইত্যাদি নানাবিদ কাজকর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আশেপাশের গ্রামের বিভিন্ন স্কুল থেকে প্রায় ১৫০ জন ছাত্রছাত্রী এই কর্মযজ্ঞে অংশগ্রহণ করে।

১১ মে সমাপ্তি দিনে ভ্রাঃ প্রভাকর বাঙ্গালুরু থেকে এসে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। মাইশোর থেকে ভ্রাঃ শ্রীনিবাস এবং স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী রত্না ভট্টাচার্য্য প্রধান অতিথির আসন গ্রহন করেন। সংস্থার সভাপতি শ্রী কে. বি. সোমাশেখর তাঁর ভাষণে বলেন — মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলার এটাই সঠিক ও উপযুক্ত সময় কারন আধুনিক সভ্যতার চাপে তা আজ সমাজজীবন থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে।

ভারত ভূমির
এস. আর. সি. এম.
প্রতিধ্বনি
জুলাই 2008 কেবলমাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত চতুর্থ সংখ্যা

তরুণদের জন্য এক অবকাশ ..... আমেদাবাদ

তরুণদের যৌবন অধ্যায় জীবনের এক দোদুল্যমান পরিসর। তাদের মধ্যে মূল্যবোধের প্রয়োজন চরিতার্থ করার জন্য গত ২৪ ও ২৫মে আমেদাবাদের স্থানীয় আশ্রমে ১৯ জন তরুণদের মধ্যে এক কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়। অংশগ্রহণকারীরা নিজেরাই কার্যসূচী তৈরী করে কাজের দায়িত্ব যেমন— লজিষ্টিক অর্থসংক্রান্ত, মূল্যায়ণ এবং সময়ানুগ তথ্য সরবরাহের কাজ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়।
বাস্তব জীবনের নানান চিত্র ছোট নাটিকার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়। জীবনে চলার পথে রাগ, হতাশা প্রভৃতি আবেগ কিভাবে সংযম করা যায় সে বিষয়েও আলোকপাত করা হয়।

আয় ব্যয়ের হিসাবের অর্থাৎ বাজেট তৈরীর ব্যাপারটা ছিল খুব মজাদার। এখানে যুবাদের মাসিক ১০,০০০ টাকার আয় ব্যয়ের হিসাবের একটা পরিকল্পনা করতে বলা হয়েছিল। এর ফলে তারা টাকার মূল্য বুঝতে শিখলো এবং তাদের অভিভাবকদের আর্থিক টানাটানির মধ্যে চাহিদা ও প্রয়োজনের প্রভেদ কিবাবে করতে হবে তাও পরিষ্কার হয়ে গেলো।

মিশনের বই ও পত্রিকা পাঠের পর চার্টের মাধ্যমে নৈতিকতা, নিয়মানুবর্তিতা ও সত্য-র উপর আলোকপাত ব্যক্তিগত উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে। এক দলগত ক্রীড়ার মধ্যে দিয়ে জীবনের অগ্রাধিকার বিষয়কে তুলে ধরা হয়। ডঃ জিতেন্দ্র জিতওয়া স্মরণ শক্তি বৃদ্ধির বিষয়ে বক্তব্য রাখেন এবং ভ্রাঃ খার স্বেচ্ছাসেবীর ধারণা এবং তার বাস্তব রূপায়ণের বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে পারস্পরিক ভাব বিনিময় করেন। অংশগ্রহণকারীরা নানারকম বিষয় উপস্থাপন করেন। চরিত্র নির্মাণের অন্তরালে নিহিত মূল্যবোধের উল্লেখ করে ভ্রাঃ সুরেশ রাজগোপালন বলেন একজনের জীবনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মিশনের প্রার্থনা কত কার্যকরী।

অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের পছন্দ-অপছন্দের স্বাধীনতার প্রয়োজন অনুভব করেন যা মা-বাবাদের প্রভাবমুক্ত হতে হবে। তাই অভিভাবকদের জন্য যদি এ হেন কার্যশিবিরের আয়োজন করা হয় তবে তা খুবই ফসপ্রসূ হতে পারে।

সহজ শিবির, হায়েদ্রাবাদ

৯মে থেকে ১১ মে পর্যন্ত টুমুকুণ্টা আঞ্চলিক আশ্রমে ৯থেকে ১৭ বছরের শিশুদের জন্য এক সহজ শিবিরের আয়োজন করা হয়। পরবর্তী দুদিনে দেখা গেছে শিশুরা পরম উৎসাহে খেলা ছেড়ে মূল্যবোধ ও চিন্তা প্রসূত আলোচনায় অংশ নিতে এবং গ্রন্থাগারে সেই সংক্রান্ত বই পড়তেআগ্রহী। গরমের প্রখর তাপ থেকে বাঁচার জন্য বিকেলবেলায় মূলত দাবা, কেরাম, পাজ্‌ল, অরিগ্যামি এবং বৈদিক অঙ্ক প্রভৃতি ঘরের ভিতরের কার্য কলাপেই ব্যস্ত রাখা হয়েছিল। সন্ধ্যাবেলায় বাইরের কার্যসূচী বহাল ছিল। বয়সে বড় বাচ্চারা সরাসরি খেলায় আগ্রহী ছিল আর অপেক্ষাকৃত ছোট বাচ্চারা মজাদার খেলাধূলায় বেশী আগ্রহী ছিল। শনি ও রবিবারে বাচ্চাদের সিনেমা দেখানোর আয়োজন করা হয়েছিল। তাদের নিজস্ব মতামত ও প্রস্তাব দেওয়ার অবাধ সুযোগ ও উৎসাহ দেওয়া হয়। উদিপু

ইন্দোর

১৮মে ২০০৮ এ যুবকদের জন্য এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল, আমাদের মিশনের সাহিত্য সম্ভারে যে অনন্ত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা বীজরূপে নিহিত আছে, সে বিষয়ে সম্যক অবহিত করানো। তিন সপ্তাহ আগে এর প্রস্তুতি পর্ব শুরু হয়। ২৫ জন তরুণ এ ব্যাপারে আগ্রহ সহকারে এগিয়ে আসে। অংশগ্রহণকারীদের চারভাগে ভাগ করা হয় যেমনঃ— প্রেম, বৈরাগ্য, জ্ঞান এবং ভক্তি। প্রত্যেক দলকে একটা বই দেওয়া হয় এবং তার ভিত্তিতে কিছু উপস্থাপনার সুযোগ দেওয়া হয়। ভ্রাঃ সুরেন্দ্র ত্রিপাঠি, ভ্রাঃ ভূপেন্দ্র ভাটোর, ভ্রাঃ শচীন খেন্দেকর এবং ভ্রাঃ অমিত ভাটোর দলগুলির সহায়ক নিযুক্ত ছিলেন। প্রতোক দলে একজন করে সিনিয়র অভ্যাসী বিষয়ের গভীর দিকটাতে দৃকপাতে সহায়তা করেন। ভ্রাঃ রাজেশ রাভেরকর এর পরিচালনায় ও ভ্রাঃ রামাকান্ত আগরওয়ালের সহযোগিতায় সমগ্র অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় ছিল একই বই কিভাবে এত সম্ভার বহন করে এবং কতরকম দিক থেকে, কতরকম দৃষ্টিভঙ্গীতে তা ব্যক্ত করা চলে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, একদিন আসবে, যেদিন আমরা তাঁর আশীর্বাদে এমনভাবে ক্রমবিকশিত হবো যে, কোনরকম পূর্বধারণার বশবর্তী না হয়ে তাঁর দিব্য রচনার অন্তর্নিহিত সুরভী আস্বাদন করতে পারবো, যা তিনি আমাদেরকে দিতে চাইছেন।

জয়পুর শিশুকেন্দ্রের পরিবেশনা

১১ মে, ২০০৮। ৩ থেকে ১৭ বছর বয়সের ৪০ জন শিশু ও তরুণ তরুণীরা দুঘণ্টা ব্যাপী তাদের প্রতিভার প্রদর্শন করে। তাদের মূল্যবোধ ভিত্তিক গল্পকথা, ছড়া, গানের মাধ্যমে গুরুদেবের প্রতি প্রেম নিবেদন সমবেত অভ্যাসীদের মুগ্ধ করে।
দুটো নাটক মঞ্চস্থ করা হয়। নাটকের বক্তব্য ছিল—
'ধর্ম বিভেদ সৃষ্টি করে, আর আধ্যাত্মিকতা সমন্বয় সাধন করে' এবং 'ঈশ্বর সর্বব্যাপী'। বাচ্চারা তাদের কেন্দ্রে প্রত্যেক রবিবার এর প্রস্তুতির তালিম নিত। শিশুদের পরিবেশনায় উৎসাহিত হয়ে কিছু যুবা-অভ্যাসীও সমবেত সংগীতে অংশ নেয়। অনুষ্ঠানের শেষে গুরুদেবের উপস্থিতি প্রগাঢ় অনুভূত হয়।

সর্বোপরি, শিশুদের এ হেন উপস্থাপনা এক খুবই সুন্দর অভিজ্ঞতা আর অভ্যাসীরাও দেখতে পেলেন তাদের বাচ্চারা কিভাবে গুরুদেবের প্রেম ও প্রযত্নে গড়ে উঠছে।

ভারত ভূমির
এস. আর. সি. এম.
প্রতিধ্বনি
জুলাই 2008 কেবলমাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত চতুর্থ সংখ্যা

জ্যোতির্বিন্দু

পিথোরগড় — হিমালয়ের আরও এক দুয়ারদেশে .....

"আশ্রমকে আমি জ্যোতির্বিন্দু বলেছি। কথায় আছে , যখন সময় আসে তখন ঈশ্বর অনুমতি দেন এবং তখন দিব্যলোকের কিছু কিছু দ্বার উন্মুক্ত হতে থাকে। প্রথম দুয়ার অবশ্যই সেই বিশেষ ব্যক্তিত্ব, যিনি নিজে আবির্ভূত হয়ে অন্যান্য প্রবেশ দ্বার স্থাপন করেন। তিনি শিক্ষা দেন, বার্তা দেন, আবার সাদরে আহ্বান করেন। আর সকলকে একখানে একত্র করে সঙ্গে নিয়ে যাবার যে জায়গা সেই হল এই আশ্রম। বিশেষভাবে বলতে গেলে এই হল উজ্জ্বল জগতে প্রবেশের দুয়ার দেশ, অবশ্য যদি তা যথার্থভাবে কাজে লাগানো হয়।"

৯ ডিসেম্বর ২০০৪-এ পিথোরগড় আশ্রম উদ্‌ঘাটনের সময় আমাদের গুরুদেব এই কথাগুলো বলেন। এই আশ্রম পিথোরগড় জেলার ৫৪০০ ফুট উঁচুতে এবং সৎকোল আশ্রম থেকে ১৫০ কিমি উত্তর-পূর্বে অবস্থিত? গুরুদেবের নিজের হাতে আঁকা এই আশ্রমের নকশা অভূতপূর্ব। হিমালয়ের অববাহিকায় যেন ঝিনুকের মধ্যে দ্যুতিময় এক মুক্তা, যার পূর্বে নেপাল আর উত্তরে তিব্বত। ৫০০ অভ্যাসী বসার মত ধ্যানকক্ষ, গুরুদেবের কুটির, রান্নাঘর এবং আরও একটি ঘর সেখানে রয়েছে।

১৫০ কিমি উঁচু পাহাড় এলাকা থেকে জিনিষপত্র এনে এর নির্মাণ কার্য্য সম্পন্ন করা হয়। ২০০৪এ এই নির্মাণ কার্য্য শুরু হয় এবং গুরুদেবের কৃপায় নয় মাসের মধ্যে তা সম্পন্ন হয়। বড় হলঘর না থাকার জন্য গুরুদেব বিনা অনুমতিতে অভ্যাসীদের সেখানে যেতে নিষেধ করেছেন।

To subscribe to this Newsletter please visit http://www.srcm.org/centers/as/in/newsletter/index.jsp
For feedback, suggestions and news articles please send email to in.newsletter@srcm.org

© 2008 Shri Ram Chandra Mission ("SRCM"). All rights reserved.
"Shri Ram Chandra Mission", "Sahaj Marg", "SRCM", "Constant Remembrance" and the Mission's Emblem are registered Trademarks of Shri Ram Chandra Mission.
This message may be edited for content and is intended exclusively for the members of SRCM.